প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রিয়া ফিল্মস নিবেদিত

প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রযোজনা
নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত

চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা
সত্যজিৎ রায়

মূল কাহিনী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : সৌমেন্দু রায়
পূর্ণেন্দু বোস
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
রূপসজ্জা : অনন্ত দাশ
ব্যবস্থাপনা : ভানু ঘোষ
অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওজ
অপটিক্যালস্ : রাউকো
স্থিরচিত্র : টেকনিকা (নরেন রায়)
নিমাই ঘোষ
দৃশ্যপট : কবি দাশগুপ্ত
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
শব্দ গ্রহণ : জে. ডি. ইরানী
দুর্গাদাস মিত্র

প্রধান কর্মসচিব : অনিল চৌধুরী
রি-রেকর্ডিং : মঙ্গেশ দেশাই

শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিজে
পরিস্ফুটিত

ব্যবস্থাপনা সহায়তা : তপন ঘোষ
প্রচার অঙ্কণ : বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
প্রচার ও সংযোজন :
শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বরুণ চন্দ, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, মিসেস সাটো, বীরেন সাহা, আমিনচাঁদ পিয়ারিলাল, মোহন বিশ্বাস, বিজয়া রায়, সন্দীপ রায়, রাজকুমারী - ভাটনগর, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লি, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ক্যালকাটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, বেঙ্গল ইমিউনিটি অ্যাণ্ড রিসার্চ ল্যাবঃ, গে রেস্টোরাণ্ট, ট্রিংকা, ফ্রেণ্ডস্ হোম, চাংওয়া, লাইট হাউস সিনেমা, প্রিয়া সিনেমা, ভি. গুলাব এণ্ড কোং, দে এণ্ড দত্ত কোং, সেণ্ট পল্‌স স্কুল-দার্জিলিং, রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রণজিৎ সিংহ, দিলীপ বসু, পি. সি. আস, দীপঙ্কর ব্রহ্মচারী, অলোক সেন, সত্যপ্রসাদ রায়, টাউন বোর্ডিং-কাঁথি, হিজলি কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোঃ লিঃ, নিউ জনপ্রিয় হোটেল, কাঁথি।

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনায় : সুব্রত লাহিড়ী, ভি. আর. আনন্দ, দিলীপ মিত্র। সংগীত : অলোক দে। আলোকচিত্র : অনিল ঘোষ, অমূল্য দাশ। সম্পাদনা : কাশীনাথ বোস। শিল্প নির্দেশনা : সুরথ দাশ। শব্দগ্রহণ : সিদ্ধেশ্বর নাগ, নিতাই জানা, মানিক। মেকাপ : বিজয়নন্দন। ব্যবস্থাপনা : বলাই আঢ্য, দুঃখী নায়ক। আলোক সম্পাত : হেমন্ত দাশ, তপন সেন, মনোরঞ্জন, সুখরঞ্জন, মঙ্গরু।

বিশ্ব পরিবেশনা : পিয়ালী ফিল্মস্

ধৃতিমান চ্যাটার্জী

দেবরাজ রায়

কল্যাণ চ্যাটার্জী

ভাস্কর চৌধুরী

শোভেন লাহিড়ী

পিন্টু মজুমদার

জয়শ্রী রায়

ইন্দিরা দেবী

ধারা রায়

কৃষ্ণা বোস

শেফালি

মমতা চ্যাটার্জী

অন্যান্য চরিত্রে

অনিল গাঙ্গুলী, বিপ্লব চ্যাটার্জি, দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি, আর্য্য মুখার্জি, চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি, মুলেশ জৈন, ইন্দ্রানী রায়চৌধুরী, চঞ্চল মুখার্জী, মিহির পাল, ইন্দ্র রায়, মিহির চক্রবর্তী, বিপ্লব চক্রবর্তী, অজিত ঘোষ, রতনলাল চৌধুরী, কল্যাণ সেন, ডাঃ বি, পি, রায়, কে, কে, আয়েঙ্গার, অজিত গাঙ্গুলী, অরুণ দে, তপন রায়, অরবিন্দ ব্যানার্জি, কৌশিক দেব, ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, গজা বোস, রণজিৎ চ্যাটার্জি, সৌমিত্র ব্যানার্জি, সমীর নাগ, চণ্ডী সেন, আসগার আলি, অমল বর্ধন, অনিন্দিতা চ্যাটার্জি, অঞ্জু সাভারওয়াল, নীহার রায়, বিষ্ণুপদ দাশ, সীতারাম, আবদুল মজিদ, পরমেশ্বর রাউত।

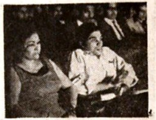

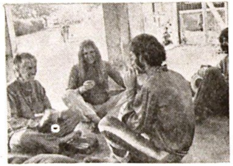

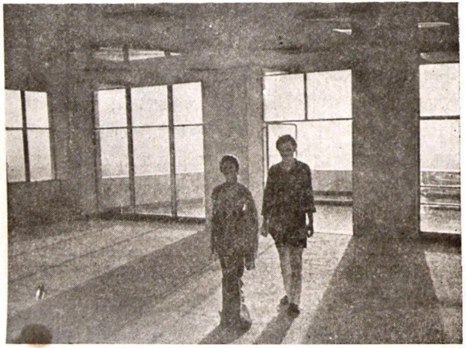

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে বাধ্যহয়ে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকুরীর সন্ধানে বের হয় সিদ্ধার্থ চৌধুরী। কিন্তু কর্ম-সংস্থান সহজ নয়, ব্যক্তিগত যোগ্যতা তার নানা দিক থেকেই রয়েছে অথচ যেটা আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেই সুপারিশ নেই সিদ্ধার্থর।

ঘরে বিধবা মা, ছোট বোন সুতপা ও ছোট ভাই টুনু। সুতপা চাকুরী করে, দেখতেও সুন্দরী। তার উচ্চাকাঙ্খা ক্রমশই তাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। টুনু বিপ্লবীদের সাথে ঘোরাফেরা করে। রাজনীতির বৈপ্লবিক চেতনা তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। দাদার আদর্শ ও মতবাদ তার কাছে অর্থহীন,—পুরোনো যুগের। তাই দুজনের কাছ-থেকেই নিজেকে দূরে মনে হয় সিদ্ধার্থর।

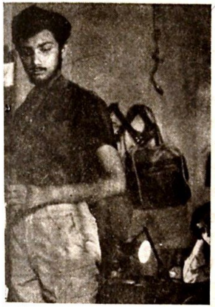

দিনগুলি তার কাছে উদ্দেশ্যহীন ও বিরক্তিকর। না আছে কোনও উৎসাহ না আছে কোনও আনন্দ। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই যেন সেই মন্থর দিনগুলি দূরে চলে যায়, দেখা দেয় জীবন স্পন্দন। কলেজের বন্ধুরা তাদের সাহচর্যে হাসিআনন্দ নিয়ে আসে। পুরোণো বন্ধু আদিনাথ তাকে একদিন নিয়ে আসে পতিতালয়ে। বিচিত্র এই পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠে সিদ্ধার্থ। সুযোগ বুঝে সে পালিয়ে যায়।

সেদিনই তার পরিচয় হয় কেয়ার সাথে। কলেজে পড়া মেয়ে— জনৈক ইনকামট্যাক্স অফিসারের কন্যা। শিশু বয়স

থেকেই কেয়া মাতৃহীনা। দুজনের পারস্পরিক অনুরাগ গড়ে ওঠে এবং প্রায়ই তাদের দেখা হয়। কিন্তু ওদের সম্পর্কের মাঝে যেন কালোমেঘের ছায়া আবির্ভূত হয়। কেয়া বুঝতে পারে, তার বাবা শীঘ্রই তার মাসীকে বিবাহ ক'রবেন। সিদ্ধার্থ যদি চাকুরী পেয়ে তার পাশে দাঁড়াতে পারতো, তাহলে তার সাহায্য হোত। অথচ চাকুরীর ইন্টারভিউর সময়ে আমলাতন্ত্রের অনুভূতিহীন ব্যবহারে সিদ্ধার্থ ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে চাকুরীর দাবী ত্যাগ করে চলে আসে।

পরিশেষে সিদ্ধার্থ মেডিক্যাল সেলস্‌ম্যান হিসেবে শহরতলীর ছোট্ট এক শহরে চলে যায়—পেছনে পড়ে থাকে তার প্রিয় শহর আর তার অনুরাগিনী কেয়া। কিন্তু তার সান্ত্বনা, আজ সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তার আশা,-ভবিষ্যতে যে সমাজ তার, এবং তারই মত হাজার হাজার যুবকের প্রতি নিষ্ঠুর ছিল সেই সমাজের বুকেই সে উপযুক্ত স্থান করে নেবে।

—o—

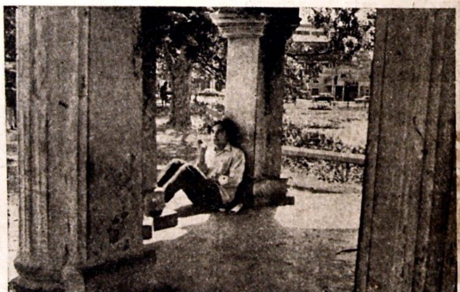

Priya Films Present

PRATIDWANDI

Produced by :
Nepal Dutta/Ashim Dutta.

Scenario/Music/Direction :
Satyajit Ray.

PRATIDWANDI (The Adversary)

The sudden death of his father forces Siddhartha Choudhury to give up his medical studies and look for a job. But finding a job is no easy matter, for inspite of his obvious capabilities, Siddhartha lacks the all-important element of backing.

At home, Siddhartha has his widowed mother, a younger sister and a younger brother. The sister Sutapa has got a job and is on the way to becoming a success. She might even rise on the social scale because of her good looks and her relentless ambition. Brother Tunu is caught up in revolutionary politics, and looks down upon Siddhartha for his conventional attitudes. Siddhartha feels alienated from both of them.

While the days for him are one long round of boredom and aimless wandering, the evenings are somewhat livened up by old college friends. One of them, Adinath, takes him to a prostitute. Siddhartha is disgusted by the encounter, and runs away at the first opportunity.

The same evening he meets Keya, a college girl and the daughter of an income tax officer. Keya had lost her mother at an early age The two feel drawn to each other and meet frequently. But the relationship is clouded by Keya's sudden realisation that her father is going to marry her maternal aunt. It would perhaps have helped had Siddhartha found that job and stood by her side. At a crucial interview, while waiting to be called, his temper begins to rise at the spectacle of bureaucratic callousness, and in the end he reaches breaking point, gives vent to his pent up rage, and renounces the job.

He ends up as a medical salesman in a small suburban town, away from the city and the girl he loves. But at least he is now able to stand on his own legs.

———

Edited by : Sailesh Mukherjee Dept., Priya Films and printed by

Issued by Publicity & Public Relations ad-prints, 1-A, South Sealdah Road., Cal-15.

আশাপূর্ণা দেবীর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত কাহিনী অবলম্বনে
কস্তুরী ফিল্মসের নিবেদন!

প্রথম প্রতিশ্রুতি

ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী-সমিত ভঞ্জ • পার্থ মুখার্জী • ইন্দ্রনাথ
সাবিত্রী চ্যাটার্জী • হাসু ব্যানার্জী • কাজল গুপ্ত
সোনালী

প্রযোজনা মুকুল মজুমদার পরিচালনা দীনেন গুপ্ত
সংগীত নীহার রায়

পিয়ালীর পরবর্তী ছবি!

তরুণ মজুমদার নিবেদিত
কুহেলি
এক রুদ্ধশ্বাস রহস্যচিত্র!